শুধু অপেক্ষায় – জুলফিকার আলী কানন

উচ্ছাসে ভরা প্রানোজ্জল মুখায়ব নিমিষেই বিদির্ণ
দু’ চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়লো দু’ফোঁটা জল।

আমাকে অনুক্ষণ ক্ষত-বিক্ষত করেছিল তোমার দীর্ঘস্বাস
সাগর বয়ে যাচ্ছিল বুকের মাঝে, ধরে রাখতে পারিনি শ্রান্ত আঁখি।

লুকানো নেশার মত না পাওয়ার কষ্টগুলো রক্তাক্ত করছিল হৃদয় অবসাদ, সহস্রাব্দের নিষ্ঠুরতা আর প্রিয়ার সহাবস্থান শুধু অপেক্ষায় …
একটা পোড়া হৃদয়, বার বার বর্ণণা করলো সব অতীত, আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

আর আমি? একটা জলন্ত সিগারেটের ছাইয়ের মতো হারিয়ে যাচ্ছিলাম চিরতরের মত
অবশেষে আকাশের সেই নীল সীমানায় গোধুলির রঙ বিবর্ণ হয়ে উঠলো নিকোশ কালো আকাশে ধীরে ধীরে জেঁগে উঠলো সেই পঞ্চমীর চাঁদ।

এখন আমি উদাস হয়ে ঝাঁপসা চোখে সন্ধ্যে তারার প্রতিক্ষায় জেগে থাকি।
তন্দ্রাচ্ছন্ন আমি, অথচ আজ আমার কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা নেই– কারণ, ইদানিং বদলে গেছো তুমি, বদলে গেছে তোমার কথাগুলো।

আষাঢরে কাব্যকথা – নাসরীন জামান

আষাঢরে ঘনঘটা কতো কথা বলে
কালো মুখে মেঘরাজি কোথা উড়ে চলে?
ক্ষণে ক্ষণে গুড়ুগুড়ূ দেয়া ডাকে দূরে
কালো কাক জোড়া বেঁধে চলে যায় উড়ে।

তারপর ঝরঝর ঝরে মেঘবারি
সবুজাভ তরু যেন পরে ভেজা শাড়ি। দো’পাটির ফুলকলি হাসে লাল ঠোঁটে কদমের ভালোবাসা দল মেলে ছোটে। জল ভরা পুকুরের বুক ভরা সুখে
কোন বউ ডুব দেয় লাজ ভরা মুখে? দারকিনি পুঁটিদের রুপোলী সে ঝাঁকে
জেলে ভাই জাল ফেলে ঘাঘটের বাঁকে।
আষাঢরে ভাষা যতো জল হয়ে ঝরে
নদী-নালা সেই জল বুক পেতে ধরে।
ঝরঝর ঝরে মেঘ ঘন বরিষণে
আষাঢরে ব্যথাভার বোঝে কোন জনে?

ব্যবধান – এম এ জিন্নাহ

যেথায় সবার জন্ম হলো
মানুষ হবার তরে ;
সেথায় এখন হাল ছেড়েছে
ভুল লালসা ধরে ।
ব্যবধানে পৃথক হলো
একই মানবজাতি ;
যুগ-জনমের অহংকারে
শুধুই মাতামাতি ।
ধনের লোভে মিথ্যা ক্ষোভে সবাই সবার কাজে ;
সাদা-কালোর ব্যবধানে সবাই সতত সাজে ।
মানুষ সবাই মানুষ হবে এই-তো জীবন ভালো ; মানুষের এই বিবাদ মিটুক থাকুক সদা আলো ।

যে কারণে আরব আমিরাতে হতে পারে এশিয়া কাপ

গোতাবায়া রাজাপাকসের পদত্যাগ ও দেশ ছেড়ে পলায়নের পরও শ্রীলংকায় অস্থির অবস্থা কোনোভাবেই স্বাভাবিক হচ্ছে না। উল্টো দিন যতই গড়াচ্ছে, ততই খারাপের দিকে যাচ্ছে। দেশটির সংকটময় অবস্থার অবসান না ঘটলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনাও কম।

সবচেয়ে বেশি সংকট জ্বালালি তেলের। পেট্রলের অভাবে গাড়ি নিয়ে লংকান ক্রিকেটাররা মাঠে অনুশীলনেই যেতে পারছেন না।
এদিকে সোমবার থেকে দেশটিতে জরুরি অবস্থা চলছে।

এমতাবস্থায় ২৭ আগস্ট থেকে শুরু হতে যাওয়া এশিয়া কাপ শ্রীলংকায় না হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানাল শ্রীলংকা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)।

ক্রিকেটভিত্তিক জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম ক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, এশিয়া কাপের খেলা হবে আরব আমিরাতের দুবাই ও শারজায়।
রাজনৈতিক অস্থিরতা ছাড়াও এর পেছনে অন্যতম বড় কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে শ্রীলংকার জ্বালানি তেলের সংকটকে।

এদিকে দুটি টেস্ট খেলতে শ্রীলংকা সফরে গেছে পাকিস্তান। ইতোমধ্যে গলে প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিন মাঠে গড়াচ্ছে। এর আগে অস্ট্রেলিয়া খেলে গেছে শ্রীলংকা।

এ বিষয়ে এসএলসির প্রধান নির্বাহী অ্যাশলে ম্যাথিউ ডি সিলভা বলেছেন, ‘দুই দলকে স্বাগত জানানো এবং দশ দলকে স্বাগত জানানো এক নয়। দশটি আলাদা আলাদা (টিম) বাসে আপনাকে জ্বালানি দিতে হবে। প্রতিটি দলের লাগেজ ভ্যানেও জ্বালানি দিতে হবে। ফ্লাডলাইটের জেনারেটরের জন্যও জ্বালানির ব্যবস্থা করতে হবে।’

এ ছাড়া শ্রীলংকার বর্তমান পরিস্থিতিতে বিপুলসংখ্যক বিদেশি দর্শককে নিরাপত্তা দেওয়াও কঠিন চ্যালেঞ্জ।

তাই প্রধান কারণ জ্বালানি সংকটসহ সব কিছু বিবেচনা করে আরব আমিরাতে এশিয়া কাপ খেলানো হবে এবার। যার ফলে পাঁচ বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো আমিরাতে হবে এশিয়া কাপ।

এর ২০১৮ সালে ওয়ানডে ফরম্যাটের সবশেষ এশিয়া কাপও হয়েছিল আমিরাতে।

আমিরাতে হলেও টুর্নামেন্টের আয়োজক শ্রীলংকাই থাকছে।

২০২২ সালের এশিয়া কাপ হবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। ২৭ আগস্ট থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলার কথা মূল পর্ব। এর আগে ২০ থেকে ২৬ আগস্ট হওয়ার কথা বাছাইপর্ব।

মূলপর্বে সরাসরি খেলবে পাঁচ টেস্ট খেলুড়ে দেশ বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা। বাছাই পর্বে হংকং, সিঙ্গাপুর, কুয়েত ও আমিরাত থেকে একটি দল জায়গা করে নেবে মূল লড়াইয়ে

পরীমনির বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী নাসিরের মামলা নিয়ে আদেশ আজ

হত্যাচেষ্টা, মারধর, ভাঙচুর ও ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগে নায়িকা পরীমনির বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী নাসিরের করা মামলা গ্রহণের বিষয়ে আদেশের জন্য আজ সোমবার ঢাকার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রাজীব হাসান এ আদেশ দেবেন।

এর আগে ৬ জুলাই ঢাকার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রাজীব হাসানের আদালতে বোট ক্লাবের সভাপতি ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন মাহমুদ বাদী হয়ে পরীমনিসহ তিনজনের বিরুদ্ধে এ মামলা করেন। আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণের জন্য আজকের দিন ধার্য করেন।

এ মামলার অন্য দুই আসামি হলেন— পরীমনির সহযোগী ফাতেমা তুজ জান্নাত বনি ও জুনায়েদ বোগদাদী জিমি ওরফে জিম।

মামলার আবেদনে পরীমনির বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা, মারধর, ভাঙচুর ও

ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগ এনেছেন নাসির।

২০২১ সালের ৯ জুন রাতে বিরুলিয়ায় তুরাগ তীরে ঢাকা বোট ক্লাবে গিয়েছিলেন পরীমনি ও তার সঙ্গীরা। তা ধরেই এ ঘটনার সূত্রপাত।

সেদিন সেখানে ধর্ষণচেষ্টার শিকার হয়েছিলেন বলে পরীমনি অভিযোগ তুললে তা নিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়।

এ ঘটনায় গত বছরের ১৪ জুন ধর্ষণ-হত্যাচেষ্টার অভিযোগে ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন ও তার বন্ধু অমির নাম উল্লেখ করে আরও চারজনকে অজ্ঞাত আসামি করে পরীমনি সাভার থানায় মামলা করেন। ওইদিন বিকাল তিনটার দিকে রাজধানীর উত্তরা থেকে নাসির ও অমি এবং তিনজন নারীসহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় আসামিদের কাছ থেকে বিদেশি মদ ও ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। মাদক মামলায় গত ১৫ জুন নাসির ও অমির সাতদিন করে রিমান্ডের আদেশ দেন আদালত।

মামলার এজাহারে বলা হয়, ‘গত ৮ জুন রাত সাড়ে ১১টার দিকে তার বনানীর বাসা থেকে কস্টিউম ডিজাইনার জিমি (৩০), অমি (৪০) ও বনিসহ
(২০) দুটি গাড়িতে করে তারা উত্তরার উদ্দেশে রওনা হন। পথে অমি বলে বেড়িবাঁধের ঢাকা বোট ক্লাবে তার দুই মিনিটের কাজ আছে।’

‘অমির কথামতো তারা সবাই রাত আনুমানিক ১২টা ২০ মিনিটের দিকে ঢাকা বোট ক্লাবের সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করায়। কিন্তু বোট ক্লাব বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অমি কোনো এক ব্যক্তির সঙ্গে ফোনে কথা বলে। তখন ঢাকা বোট ক্লাবের সিকিউরিটি গার্ডরা গেট খুলে দেয়। অমি ক্লাবের ভেতরে গিয়ে বলে এখানকার পরিবেশ অনেক সুন্দর, তোমরা নামলে নামতে পার।’

এজাহারে পরীমনি আরও বলেন, ‘তখন আমার ছোট বোন বনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বোট ক্লাবে প্রবেশ করে ও বারের কাছের টয়লেট ব্যবহার করে। টয়লেট থেকে বের হতেই এক নম্বর বিবাদী নাসির উদ্দিন মাহমুদ আমাদের ডেকে বারের ভেতরে বসার অনুরোধ করেন এবং কফি খাওয়ার প্রস্তাব দেন। আমরা বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চাইলে অমিসহ এক নম্বর আসামি মদপানের জন্য জোর করেন। আমি মদপান করতে না চাইলে এক নম্বর আসামি জোর করে আমার মুখে মদের বোতল প্রবেশ করিয়ে মদ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। এতে আমি সামনের দাঁতে ও ঠোঁটে আঘাত পাই।’

‘এক নম্বর আসামি (নাসির উদ্দিন মাহমুদ) আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং আমার শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানে

স্পর্শ করেন ও আমাকে জোর করে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। তিনি উত্তেজিত হয়ে টেবিলে থাকা গ্লাস ও মদের বোতল ভাঙচুর করে আমার গায়ে ছুড়ে মারেন। তখন কস্টিউম ডিজাইনার জিমি নাসির উদ্দিন মাহমুদকে বাধা দিতে গেলে তাকেও মারধর করে জখম করেন।’

এর আগে গত বছরের ১৩ জুন রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি স্ট্যাটাসে ধর্ষণ-হত্যাচেষ্টার অভিযোগ তুলে বিচার চান পরীমনি। এরপর বিষয়টি নিয়ে রাতে সংবাদ সম্মেলন করেন।

অদ্বৈতবাদ ধর্মের প্রবক্তা মেহেরপুরের স্বামী নিগামানন্দ

নিজস্ব ধর্মের প্রবক্তা স্বরস্বতি নিগামানন্দের অনুসারীদের পদচারনায় মুখরিত থাকে কুতুবপুরের বিশাল মন্দির। শুধু বাংলাদেশ নয়, পার্শ্ববর্তি দেশ ভারত ও নেপাল থেকেও প্রচুর পরিমান ভক্ত প্রতি বছর আসেন তাদের দেবতার এই প্রিয় তীর্থধামে। বছরের শ্রাবণের ঝুলন তীথিতে বসে ধর্মীয় সভা।

ধর্মীয় সভাতে হিন্দু, মুসলিম, খ্রষ্ট ধর্মের প্রবক্তারা এখানে আসেন। দিনভর চলে ধর্মীয় জ্ঞান গর্ব আলোচনা। এসব ধর্মীয় গুরুদের পদচারনায়ও স্বরব হয়ে ওঠে পুরোধাম। এভাবেই দেবতার বিষয়ে বর্ণনা করেন নিগামানন্দ কমিটির সভাপতি স্বামী অলকানন্দ স্বরস্বতি।

সদগুরু পরিব্রাজকাচার্য শ্রী স্বামী নিগামানন্দ স্বরস্বতি পরমহংসদেবের সেবায়েতের দায়ীত্ব পালনকারী স্বামী অলকানন্দ স্বরস্বতি আরো জানালেন আমরা যারা স্বামী নিগামানন্দ স্বরস্বতির ধর্ম অদ্বৈতবাদে বিশ্বাস করি তারা বিয়ে করতে পারিনা। বিয়ে করে সংসার ধর্ম পালন করলে তারা এ ধর্ম থেকে অযোগ্য বিবেচিত হবে। তাদের বের করে দেয়া হয়।
স্বামী অলকানন্দ স্বরস্বতি বলেন, স্বামী নিগামামনন্দের মেহেরপুরের মুজিবনগরের দারিয়াপুর গ্রামে তার মাতুলালয়ে। তারপর সে পিত্রালয় কুতুবপুরেই মারা যান।

নিজস্ব ধর্মের প্রবক্তা স্বরস্বতি নিগামানন্দের অনুষারীরা কখনোই বিয়েতে বিশ্বাস করেনা। বিয়ে করলে সে অদ্বৈতবাদ ধর্ম থেকেই বাদ পড়বে।

স্বরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, ১৩৩২ সালে কুতুবপুরে নির্মিত এই বিশাল মন্দিরে এলাকার হিন্দু ধর্মীয় লোকজন উপাসানলয় হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন।

বিশাল আকারের এই মন্দিরের উপরীভাগে রয়েছে কারুকার্যে ভূষিত অপূর্ব নির্মাণ শৈলী। মন্দিরের অপর প্রান্তে নির্মাণ হচ্ছে ৪ তলা বিশিষ্ট ভক্ত নিবাস। নিগামানন্দের নামে প্রায় দেড় হাজার বিঘা জমি থাকলেও সেটি দখল হয়ে বর্তমানে মাত্র ৭৪ শতক জমি রয়েছে বলে জানান তিনি।

তিনি আরো বলেন, কুতুবপুরে দেবতার আশ্রমের পাশেই ছিলো একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। সেখানে তৎকালিন সময়ে এমবিএস চিকিৎসক দিয়ে এলাকার গরীব রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেয়া হতো। এখন কালের পরিক্রমায় সেটি বন্ধ হয়ে গেছে। ভগ্নপ্রায় অবস্থায় দাড়িয়ে আছে চিকিৎসালয়টি।

এছাড়া দেবতার নামে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ১২ টি আশ্রম রয়েছে। এছাড়া রয়েছে স্কুল, কলেজসহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত এই গুরু মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের ভূবন মহন চট্টোপধ্যয় এবং মা মানিক সুন্দরীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবন শেষে কিছুদিন চাকুরীও করেছেন। পরে চাকুরী ছেড়ে উপমহাদেশের বিভিন্ন তীর্থস্থানে ঘুরেছেন। গভীর জ্ঞান নিয়ে ফিরে আসেন কুতুবপুরের পিত্রালয়ে। ১৩৩২ সালে কুতুবপুরে একটি বিশাল মন্দির নির্মাণ করে উপাসানলয় হিসেবে। সারা বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, নেপাল ও শ্রীলংকা থেকে প্রতিবছর প্রচুর ভক্ত আসেন।

মন্দিরের সেবায়েত শ্রী লক্ষিকান্ত ব্রমচারী জানান, দেশের বিভিন্ন আশ্রমে প্রায় ৪৫ জন সেবায়েত এখন বয়সের ভারে নুয়ে পড়লেও শুধু মাত্র ধর্মীয় অনূভূতির কারনে বিয়ে না করে এ ধর্ম পালন করছেন।

দর্শনায় চুরিকৃত ট্রাক ফরিদপুর ভাঙ্গা থেকে উদ্ধার

দর্শনায় বাসস্ট্যান্ড থেকে চুরিকৃত ট্রাক ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থেকে উদ্ধার করেছে ট্রাকের মালিকপক্ষ। গতকাল রোববার ভোরের দিকে ২জোড়া চাকা, ব্যাটারী ও তেলের ট্যাংকি খালি অবস্থায় ট্রাকটি উদ্ধার করা হয়।

চুরিকৃত ট্রাকের মালিক দর্শনার সিকদার মটরসের সত্বাধীকারী হাবিবুর রহমান জানান, কোরবানী ঈদের দুইদিন আগে গত ৮ জুলাই ট্রাকটি দর্শনা বাসষ্ট্যান্ডের আরম মার্কেটের গ্যারেজে রাখেন।

সকলের অজান্তে গত বুধবার ১৩ জুলাই দিবাগত রাতে আন্ত:জেলা চোর চক্রের সদস্যরা ট্রাকটি চুরি করে নিয়ে যায়। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালের দিকে ট্রাকটি যথাস্থানে দেখতে না পেয়ে সিসি টিভির ফুটেজ দেখে বুঝতে পারেন রাত ১২ টা ৪২ মিনিটের দিকে চোরেরা ট্রাকটি চুরি করে নিয়ে গেছে। অনেক খুজাখুজি করেও ট্রাকটির হদিস না পাওয়ায় ওই দিনই তিনি দর্শনা থানায় একটি জিডি করেন।

ট্রাক চুরি হওয়ার ৩ দিনের মাথায় গত শনিবার সন্ধ্যার দিকে একটি মোবাইল ফোন নম্বর থেকে বিল্লাল হোসেন নামে পরিচয় দিয়ে বলেন, ভাই আপনার কি কোন ট্রাক চুরি হয়ে গেছে, যার রেজিঃ নং ঢাকামেট্রো ট-২০-৭৮৭৬। ট্রাকটি ব্যাটারী ও চার চাকা খোলা অবস্থায় ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা-বরিশাল সড়কের একটি নির্রমানাধীন তেল পাম্পের অদুরে পড়ে আছে। এ খবর পেয়ে তিনি দর্শনা থানা পুলিশকে জানান। পরে ওই রাতেই তিনি পুলিশকে সাথে নিয়ে গতকাল ভোর সাড়ে চার টার দিকে চুরিকৃত ট্রাকটি উদ্ধার করা হয়। ট্রাকটি থানা হেফাজতে রয়েছে।

দর্শনা থানার ওসি এএইসএম লুৎফুল কবির চুরিকৃত ট্রাকটি উদ্ধারের ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এদিকে, দর্শনা থানা এলাকায় একের পর এক চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি হওয়ায় এলাকায় জনমনে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

কাতার থেকে ফিরে এসেই গড়বেন সুখের নীড়, তছনছ হলো মৃত্যুতে

সংসারের স্বচ্ছলতা ফেরাতেই ধার দেনা করে গিয়েছিলেন কাতারে। ভাল আয় ইনকামও করেছেন। এবার বাড়ি এসেই নির্মাণ করবেন বাড়ি। স্ত্রীকে ফোন করে বলেছিলেন বাড়িতে এসেই তোমার মনের মতই একটি নীড় গড়বো। যে নীড় আমাদের দুজনকে শান্তিতে ভরিয়ে তুলবে। কিন্তু সে আশা ভরসা সব তছনছ করে দিয়েছে আমাকে। এভাবেই বলতে বলতে মূর্ছা তুষার ইমরানের স্ত্রী তৃষা।

প্রেম করে বিয়ে। স্ত্রী খ্রীষ্টান ধর্মের মেয়ে হওয়ায় দুই পরিবারের কেউ মেনে নেয়নি। তারপরেও তুষার ইমরান ও স্ত্রী সম্পর্কের মধ্যে ন্যুন্যতম ছেদ পড়েনি কখনো। এক সময় ধার দেনা করে সংসারের স্বচ্ছলতা ফেরাতে পাড়ি জমান বিদেশে। সেখানে একটি কোম্পানীর আওতায় টাইলস মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করছিলেন তুষার ইমরান।

গত শনিবার (১৬-ই জুলাই) দিবাগত রাত বাংলাদেশ সময় আনুমানিক ১০ টার দিকে কাতারে নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ের টাইলসের কাজ করার সময় বিদ্যুতষ্পৃষ্ট হয়ে তুষার ইমরান মারা যান। তুষার ইমরান গাংনী উপজেলার ঢেপা গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে।

তুষার ইমরানের স্ত্রী তৃষা জানান, গত ৫ বছর পূর্বে তুষার কাতারে যায়। শনিবার তুষারের বন্ধুরা জানায়, বিল্ডিং এর টাইলস কাটার সময় বিদ্যুতষ্পৃষ্ঠ হয়ে মারাত্মক আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তুষার ইমরানের নিহতের পাওয়ার পর এলাকায় শোকের ছায়া বিরাজ করছে।

পাওনা টাকা চাওয়ায় চায়ের কাপের আঘাতে যুবক হাসপাতালে

পাওনা টাকা চাওয়ায় প্রতিপক্ষের চায়ের কাপের আঘাতে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এক যুবক। রবিবার সকালে এ ঘটনাটি ঘটেছে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরের কুল্লাগাছা গ্রামে।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলার কুল্লাগাছা গ্রামের গোলাম রব্বানির ছেলে জসিম উদ্দিন রবিবার সকালে ফসলি জমিতে সেচের পানি দেয়া টাকা নিয়ে বাক-বিতন্ডতা হয়। এ সময় ওই গ্রামের রজব আলী চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন।

একপর্যায়ে রজব আলী, তাঁর হাতে থাকা চায়ের কাপটি জসিমের মাথায় ছুড়ে মারে। এতে করে সে ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে। এ সময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করান।

এ ব্যাপারে জসিমের স্ত্রী বাদি হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ করেছেন। রজব আলী কুল্লাগাছা গ্রামের রহিম মন্ডলের ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক প্রসেনজিত মল্লিক জানান,এ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটা অভিযোগ হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত কাউকে দেয়া হয়নি।

মেহেরপুরে ছেলেকে বাঁচাতে বাবা আহত

মেহেরপুরে সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া গ্রামে ৪ বছর বয়সের ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হয়েছেন বাবা মিয়ারুল ইসলাম (৩২) । তিনি ঝাউবাড়িয়া গ্রামের আমজাদ আলীর ছেলে। মিয়ারুল ইসলাম পেশায় একজন ইজিবাইক চালক।

আজ রবিবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

মিয়ারুল ইসলামের আত্মীরা জানান, ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক বাড়িতে ঢোকানোর সময় মিয়ারুলের ৪ বছরের বাচ্চা ইজিবাইকের পিকাপে হাত দিলে ইজিবাইকের গতি বেড়ে যায়। এসময় ছোট ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে পাশের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে গুরুত্বর আহত হন তিনি।

আহত মিয়ারুল ইসলাম মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।